ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৬৭৭ পদে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের প্রতিবাদে ড. মোস্তফা

পিএসসির পরীক্ষা বাতিলের এখতিয়ার সরকারের নেই

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন দপ্তরে নিয়োগের জন্য ৬৭৭টি পদে গৃহীত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সরকারের বাতিল করে দেওয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী।

গতকাল এক বিবৃতিতে মোস্তফা চৌধুরী বলেন, পিএসসি কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করার এখতিয়ার সরকারের নেই। সরকারের বেআইনি পদক্ষেপ পিএসসির সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনে এবং ধারাবাহিকতা বজায়ের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সরকারি হস্তক্ষেপ কমিশনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে। বিষয়টিকে তিনি

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

পিএসসির পরীক্ষা বাতিলের এখতিয়ার

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, পিএসসির ২০০১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে ৩৩ জাতীয় ৬৭৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করে। ৬৭৭টি পদের বিপরীতে ১০ হাজারেরও বেশি আবেদনপত্র পড়ে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে ১৯টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিনে ২৮৬টি পদের অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ বাকি ছিল। অন্যদিকে ১৪টি মন্ত্রণালয়ের ও বিভাগের অধীনে ৩৯১টি পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা উভয়টিই সম্পন্ন হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শুধু নিয়োগপত্র দেওয়া বাকি ছিল।

এ অবস্থায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গত ২৫ জুলাই এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ৬৭৭টি পদে গৃহীত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে দেয়।

পিএসসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী আরো বলেন, সংবিধানের ১৩৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১৪৮ ধারা অনুযায়ী শপথগ্রহণ করে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কার্যভার গ্রহণ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা কম্পিউটারে মূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান বা একজন সদস্য বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে একজন সরকারি প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা) এবং একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসব ক্ষেত্রে কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যের হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং কোনো সুযোগও থাকে না।

পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত পদসমূহের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় হাজার হাজার প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি বাবদ প্রার্থীদের হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থকে সামনে রেখে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক গৃহীত এসব পরীক্ষা বাতিল করা সম্পূর্ণ বেআইনি ও সংবিধানপরিপন্থী। হাজার হাজার প্রার্থীকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার একটা দুরভিসন্ধি মাত্র। ড. চৌধুরী বলেন, ইতিপূর্বে কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২১, ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। কাজেই একই কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করা পরস্পরবিরোধী ও বেআইনি। এই বেআইনি পদক্ষেপের কারণে প্রার্থীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়দায়িত্বও সরকারকে বহন করতে হবে। তিনি বলেন, কোনো অভিযোগ ছাড়া পরীক্ষা বাতিল করা ন্যায় নীতি এবং জনস্বার্থবিরোধী। এরূপ বেআইনি সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।